দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

শিক্ষাঙ্গন

ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক

বিশ্ব বিজয়ী গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার বলেছেন, "আমি আমার জন্মের জন্য মাতা-পিতার কাছে এবং জ্ঞানের জন্য আমার শিক্ষাগুরু এ্যারিস্টটলের কাছে একান্তভাবে ঋণী।" প্রকৃতপক্ষে একমাত্র শিক্ষকই পারেন একজন ছাত্রের জ্ঞান চক্ষুর পরিপূর্ণতা লাভ করাতে। তাই শিক্ষাদানের ব্যাপারে শিক্ষকের ভূমিকা অগ্রগণ্য তা বলাই বাহুল্য। এদিক থেকে শিক্ষক অতিশয় শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি নিঃসন্দেহে। কারণ শিক্ষকের নিরলস শ্রম ও প্রয়াসে ছাত্ররা জ্ঞানের আলোকধারায় স্নাত হয়। তাই উভয়ের মাঝে সর্বোপরি সুসম্পর্ক বজায় থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের চরম অবনতির ফলে বিদ্যার্থীরা ক্রমেই পাঠাভ্যাস থেকে পিছিয়ে পড়ছে। এমতাবস্থায় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের মাঝে প্রতিবন্ধকতার দেয়াল গড়ে উঠায় ছাত্র-শিক্ষক উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ভীষণভাবে।

একদিকে যেমন ছাত্ররা বঞ্চিত হচ্ছে আদর্শ শিক্ষা থেকে, তেমনি শিক্ষকরাও লাঞ্ছিত হচ্ছেন বিভিন্নভাবে। এসকল কারণে ছাত্রদের উপর থেকে এক শ্রেণীর শিক্ষকের আন্তরিকতা উত্তোরোত্তর হ্রাস পাওয়ায় তারাও শিক্ষকদের প্রতি গুরুসুলভ আচরণ করা থেকে বিরত থাকছে।

এমনকি তারা আজকাল শিক্ষকদের নানাভাবে নাজেহাল করতেও দ্বিধাবোধ করে না। কিন্তু এগুলো কারোরই কাম্য নয়।

অপরদিকে, শিক্ষকেরা টিউশনির দিকে অতিমাত্রায় ঝুঁকে পড়ায় তাঁরা বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাঠ্যদানে অনাগ্রহ প্রদর্শন করেন। যার ফলে অনেক বিদ্যালয়েই শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। এর জন্য অবশ্য আমাদের দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থাই অনেকাংশে দায়ী। কারণ এ দেশের অধিকাংশ শিক্ষক কায়-ক্লেশে জীবন যাপন করেন। তাঁরা আশানুরূপ বেতনভাতা না পাওয়ায় সংসার নির্বাহের স্বার্থে প্রাইভেট পড়াতে বাধ্য হন।

তাই সকল সমস্যার অন্তরালে থেকেও ছাত্র-শিক্ষকের মাঝে সর্বদা অনবদ্য আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধাবোধ অক্ষুণ্ণ থাকবে এটাই সকলের প্রত্যাশা।

—শাকির উদ্দিন দেওয়ান